

শিক্ষা ও সচেতনতার হার বেড়েছে গ্রামীণ নারীদের

● রওনক বিথী

গ্রামীণ নারী বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সহজ, সরল, সাধারণ একটা নারী-জীবনের প্রতিচ্ছবি। যাতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় পিছিয়ে থাকা নারীর মুখ। কিন্তু এখন গ্রামীণ নারীর এ চিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এখন জীবনসংগ্রামের পথ খুঁজে নিয়েছেন গ্রামীণ নারীরা। বর্তমানে শিক্ষার হার যেমন বেড়েছে, তেমনি স্বাস্থ্যসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা ও অংশগ্রহণও বেড়েছে গ্রামীণ নারীদের।

গ্রামীণ নারীরা নিজেদের অবস্থান ধীরে ধীরে এখন অনেকটাই পরিবর্তন করেছেন। পারিবারিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাল্যবিয়েসহ নানা বিষয়ে গ্রামীণ নারীরা এখন সচেতন হয়ে উঠছেন। নারী-পুরুষের কাজ বলে বিভেদ না করে সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে কৃষি, কলকারখানা থেকে শুরু করে পুরুষের কাজ বলে পরিচিত নানা ধরনের কাজে এখন গ্রামীণ নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শেলিনা পারভীন বানু বলেন, 'কৃষিকাজে গ্রামীণ নারীরা বিপ্লব ঘটিয়েছেন। বীজ বপন থেকে শুরু করে জমিতে সার দেওয়া, আগাছা দমন, কীটনাশক ছিটানো, ধান কাটা, ধান থেকে চাল পাওয়ার প্রক্রিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৃষিকাজে জড়িত এখন গ্রামীণ নারীরা। মাছ চাষ, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বৃক্ষ রোপণ করে এখন পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরা সঞ্চয়ও করছেন। গ্রামীণ

নারীদের ৭০ শতাংশ এখন কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া চাতাল শ্রমিক, মাটিকাটা, পাথর ভাঙা, কারখানার কাজ করেও গ্রামীণ নারীরা এখন অর্থনৈতিক ও পারিবারিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। গ্রামীণ জীবনযাত্রায় স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচার অভিযানের ২০১২ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশের মোট নারী শ্রমশক্তির পরিমাণ ১ কোটি ৬২ লাখ। এর মধ্যে ৭৭ শতাংশ গ্রামীণ নারী; যার ৬৮ শতাংশ কৃষি, পোলট্রি, বনায়ন ও মৎস্য খাতের সঙ্গে জড়িত। কর্মজীবী নারী হিসাবমতে কৃষি খাতের ২০টি কাজের ১৭টিতেই গ্রামীণ নারীরা এখন অংশগ্রহণ করছেন।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ নারী শিক্ষার হার আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালেও প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। মেয়েদের জন্য উপবৃত্তিসহ নানা প্রণোদনা আর সর্বোপরি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সেই পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে পুরোপুরি। আর ২০১৬ সালে এসে এ হার দাঁড়িয়েছে ৯৪ দশমিক ৭ শতাংশে।

প্রজননস্বাস্থ্যও দিন দিন সচেতন হয়ে উঠছেন গ্রামীণ নারীরা। কয়েক বছর আগেও প্রজননস্বাস্থ্যে এতটা সচেতন ছিলেন না তারা। গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে জেনে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, চেকআপ করানোসহ স্বাস্থ্য আপাদের গর্ভকালীন সব পরামর্শও মেনে চলছেন এখন প্রান্তিক নারীরা। শুধু গর্ভাবস্থায় নন, প্রজননতত্ত্বের নানা ধরনের জসুখ এখন তারা লজ্জায় গোপন না রেখে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোয় চিকিৎসা করানো হচ্ছে।